পরিত্যাগ করেন না—এই শ্লোকে করা হইয়াছে। অর্থাৎ যখন অনবরত সাক্ষাৎ শ্রীহরিস্ফূর্ত্তি হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে তাহার হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে এবং সর্ব্বভূতে ভগবৎস্ফূর্ত্তি লাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডেতে যে মহাভাগবতের কথা উল্লেখ দেখা যায়, সেটি কিন্তু অর্চ্চন-অঙ্গ-ভক্তিসাধক ভক্তগণের মধ্যে উক্ত লক্ষণ ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক। যেহেতু তাঁহার (শ্রীভগবানে) প্রীতির খবর পাওয়া যায় না। সেই লক্ষণটি এই যে—"তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ। অর্থপঞ্চক-বিদ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥" অর্থাৎ যে জন তাপাদি পঞ্চসংস্কারযুক্ত এবং নয়টি যাগকারী ও পাঁচটি অর্থ জানেন, তিনি মহাভাগবত। তন্মধ্যে সেই পদ্মপুরাণেই দেখান হইয়াছে তাপ শব্দে মুদ্রধারণ, পুণ্ড্র শব্দে উর্দ্ধপুণ্ড্র, নাম শব্দে "হরিদাস কৃষ্ণদাস" ইত্যাদি নাম—এইরূপ অঙ্গ করা আছে। "নবেজ্যাকর্ম্মকারত্ব" অর্থাৎ নয় প্রকার যজ্ঞের কর্ত্তৃত্বও নিম্নলিখিত বচনের দ্বারা দেখা যায়। অর্চ্চন, মন্ত্রপাঠ, যোগ, (চিত্তবৃত্তি নিরোধ), যাগ (নিত্য হোম), বন্দন (নমস্কার), নামকীর্ত্তন, শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা, ভগবৎ-চরণচিহ্নাদির দ্বারা নিজদেহ অঙ্কন, অপর ভগবদ্ভক্তের সেবা। এইপ্রকার সব ব্রাহ্মণগণের ও বৈষ্ণবগণের করা কর্ত্তব্য। পাঁচটি অর্থ জানা—উপাস্য শ্রীভগবান, তাঁহার ধামতত্ত্বজ্ঞান, শ্রীধামের দ্রব্য, তরুলতা, পশুপক্ষী প্রভৃতির স্বরূপজ্ঞান, শ্রীভগবন্মন্ত্রের অর্থজ্ঞান ও জীবস্বরূপের জ্ঞান—এই পাঁচটি তত্ত্বের জ্ঞাতৃত্ব সেই পাঁচটি তত্ত্বের অর্থবিস্তার শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে সংক্ষেপে কিছু লেখা যাইতেছে। (১) শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; কমলদলের মত বিশালনেত্র কৃষ্ণবর্ণ সুকুঞ্চিত কেশকলাপের দ্বারা সুশোভিত; বিস্ময়ধামের অধিপতি চৈতন্যস্বরূপিণী স্বর্ণকান্তি বিশাল-লোচনা লীলাশক্তি কর্ত্তৃক গাঢ় আলিঙ্গিত, নিত্য, সর্ব্বগত, পূর্ণ, ব্যাপক, সর্ব্বকারণ, বেদগুহ্য, গম্ভীরাত্মা, বিবিধ শক্তির সমাশ্রয় এবং পুরাতন হইলেও প্রতিক্ষণে অভিনব ইত্যাদি লক্ষণে নিজ অভীষ্ট আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের বিস্তৃত পরিচয় উল্লেখ করা আছে। এইক্ষণ স্থানতত্ত্ব বর্ণন করিতেছেন অর্থাৎ যে ধামে শ্রীভগবান থাকেন, সেই ধামের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। শ্রীধামটি প্রকৃতি ও কারণ সাগরের ওপারে অবস্থিত। এই শ্রীধাম অব্যয় শুদ্ধসত্ত্বময় কোটি চন্দ্র সূর্য্যসম কান্তিশালী চিন্তামণিময় ভূমি, সাক্ষাৎ সৎ চিৎ আনন্দ-স্বরূপ, সর্ব্বভূতের তলাধার, নিত্য-নৈমিত্তিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিত। এক্ষণে দ্রব্যতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন। যে শ্রীধামের প্রত্যেকটি বৃক্ষ, সর্ব্বভোগ-